

আবেদন করার আগে আমাদেরকে অবশ্যই আবেদন এর ইস্যু সম্পর্কিত আইন, প্রজ্ঞাপন নিয়ে আগে বিশ্লেষণ করতে হবে।

–(*তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, ঢাকা*)

তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন ও দেশের উন্নয়ন করতে হলে, আমাদেরকে/জনগণকেই এগিয়ে আসতে হবে। এই আইনের অধিক প্রয়োগ হলে অন্তত কর্মকর্তাদের মাঝে এক ধরনের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পাবে। কর্মকর্তারা মনে করবেন জনগণ সোচ্চার, যে কোন সময় জবাবদিহির জন্য প্রস্তুতি থাকতে হবে।

–(*তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর*)

তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগের ফলে দেশের সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে এবং এই আইনটি চর্চার ফলে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারবো।

–(*তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, দিনাজপুর*)

আর টি আই আবেদন লেখার ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, এবং কোন তথ্য চাওয়া যাবে কোনটি যাবেনা তা অবশ্যই জানতে হবে।

–(*তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, ঢাকা*)

আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য মূল্য প্রদান সংক্রান্ত বিষয় চিঠির মাধ্যমে জানাবেন, কিন্তু অনেক সময় তারা মোবাইলের মাধ্যমে তথ্য মূল্য চেয়ে থাকেন।

–(*তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, ঢাকা*)

তথ্য অধিকার আইন একটি যুগান্তকারী ও জনবান্ধব আইন, যার মাধ্যমে জনগণ দেশের স্বত্ত্বাধিকারী হিসাবে দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সমাজকে দূর্নীতি মুক্ত ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

–(*তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর*)

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে যদি আগে জানতাম, তাহলে অনেক কাজ করতে পারতাম। আইনটি কাজে লাগিয়ে অজানাকে জানতে পেরেছি। আগে কোথাও অনিয়ম দেখলে মুখে মুখে প্রতিবাদ করতাম কিন্তু কোন কাজ হতো না। এখন কোন অনিয়ম-দূর্নীতি দেখলে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে মোকাবেলার চেষ্টা করি।

–(*তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর*)

আগের তুলনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এখন অনেক বেশি রেসপন্স করেন, এমনকি ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করে আমরা ই-মেইলেই উত্তর পাচ্ছি।

–(*তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, ঢাকা*)

আকাঙ্খা ছোট থাকলে কাজও ছোট হয়ে যায়, তাই আকাঙ্খা বড় করতে হবে। দেশের নাগরিক যদি সচেতন হয় তবে দেশ বদলে যাবে। নাগরিকের সচেতনতা ও সক্রিয়তার উপর দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে।

–(*তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, ঢাকা*)

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ফলে দিনাজপুরে জনগণ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে এক ধরনের জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। এখানে জনগণ বুঝতে পেরেছে তথ্য চাইতে হবে এটা আমার দায়িত্ব, আর কর্মকর্তাগণ মনে করছে জনগণ জেগে আছে যে কোন সময় যে কোন তথ্য তারা চাইতে পারে।

–(*তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, দিনাজপুর*)

আর টি আই আবেদন করার সময় আবেদনের উদ্দেশ্য আগে নির্ধারণ করতে হবে, পরে আবেদন করতে হবে। আবেদনের প্রশ্ন সুর্নিদিষ্ট ও সুস্পষ্ট হতে হবে।

–(*তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার রংপুর*)

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সম্পূর্ণ তথ্য দিতে চান না। তারা আংশিক তথ্য প্রদান করে দায়সারা কাজ করেন।

–(*তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার,*

তথ্য অধিকার আইন এর মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি যে, নাগরিক হিসেবে প্রতিটি মানুষের তথ্য পাবার অধিকার আছে। দেশের দূর্নীতি দুর করতে এবং দেশের উন্নয়নে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার বৃদ্ধি প্রয়োজন।

–(*তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, দিনাজপুর*)

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হলে এটিকে সীমাবদ্ধ না রেখে সকল স্তরে অর্থাৎ জনগণের মাঝে ও সরকারি দপ্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে প্রয়োজনে সেটি মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণকে জানাতে হবে।

-(*সরকারি কর্মকর্তা, দিনাজপুর*)

জনগণের যে তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে আশা করি সেটি আরো বৃহৎ পরিসরে এ ধরনের সেমিনার/ওয়ার্কসপের মাধ্যমে জন সাধারণকে জানানো হক, একং জনগণ জানুক যে তাদের অধিকার কি, দায়িত্ব কি।

–(*সরকারি কর্মকর্তা, দিনাজপুর*)

যারা আবেদন করেন, তথ্য নিতে চান তাদেরও সহযোগিতা করা প্রয়োজন। কি তথ্য আপনারা চান, সকল তথ্যই পাবেন তবে সিস্টেম অনুযায়ী তথ্য চাইতে হবে। সরকারি যে বিধিবিধান/আইন আছে আবেদনকারীকে এই আইনের সঠিক ব্যবহার জানতে হবে।

–(*সরকারি কর্মকর্তা, দিনাজপুর*)

আমরা যে যেখানেই কাজ করি না কেন আমাদের প্রত্যেকের কিছু দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা আছে। জনগণ কে তথ্য পেতে সহায়তা করা আমাদের দায়িত্ব। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা হচ্ছে যে কোন সেবা প্রদানের মূল বিষয়।

–(*সরকারি কর্মকর্তা, দিনাজপুর*)

তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার নবাবগঞ্জ উপজেলাকে পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই উপজেলায় মানুষ এখন কোন সমস্যা বা দুর্নীতি দেখলে আমাদেরকে আবেদন করতে বলে। অর্থাৎ তথ্য অধিকার আইন কে তারা একটা আশ্রয়স্থল বলে মনে করছেন।

–(*তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর*)

তথ্য অধিকার আইন হচ্ছে উন্নয়নের চাবিকাঠি। দিনাজপুরে যেভাবে আইনটির প্রয়োগ শুরু হয়েছে এভাবে চলতে থাকলে জনগণ একদিন এর সুফল ভোগ করবে। আইনটি প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের এলাকার অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে।

–(*তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, দিনাজপুর*)



যোগাযোগ

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ, বাড়ী নং-৭, (কাজলী)
রোড-১৭, ব্লক-সি, বনানী, ঢাকা-১২০১৩
+৮৮০-২-২২২২৭৪০৫১-২,
Web:www.rib-bangladesh.org,
www.rib-rtibangladesh.org,
www.rib-kajolimodel.org

তথ্য অধিকার আইন: আমাদের ভাবনা ও উপলব্ধি

ভূমিকা

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ থেকে কার্যকর হয়েছে। আইনটি কার্যকর হওয়ার পূর্বে ও হওয়ার পর থেকে রিইব আইনটি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কাজ করে এসেছে। রিইব বিগত কয়েক বছর ধরে দেশের সাধারণ জনগণের পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও আদিবাসী জনগণকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন করেছে এবং আইনটি প্রয়োগে সহায়তা করেছে।

রিইব National Endowment for Democracy (NED) সহযোগিতায় "Advancing Accountability and Transparency through the Right to Information" একটি গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে ঢাকা ও দিনাজপুর জেলায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। রিইব এর সহযোগিতায় উক্ত জেলায় বেশ কিছু তথ্য অধিকার কর্মী/RTI Practitioner তৈরি হয়েছে যারা প্রতিনিয়ত এলাকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য চেয়ে আবেদন করে যাচ্ছেন। আবেদন করতে যেয়ে তথ্য অধিকার কর্মীরা নানান ধরণের অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। রিইব তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কে জনগণের কছে পরিচিত করে তুলতে ও আইনটির ব্যবহার বাড়াতে উক্ত জেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন সভা, জনগণ ও সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দদের মাঝে সংলাপ সহ, তথ্য অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন, রোড-শো, তথ্য মেলা ইত্যাদি কার্যক্রমের আয়োজন করেছে। এই কার্যক্রম চলাকালীন অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন সময় তাদের অভিজ্ঞতা ও তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে তাদের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। আইনটির প্রচার, জনসচেতনতা ও কার্যকারীতা বৃদ্ধির স্বার্থে আমরা মন্তব্যগুলো এই প্রকাশনার মাধ্যমে জনসম্মুখে তুলে ধরার প্রায়াস করেছি।

আমরা আশা করছি রিইব এর কাজের প্রেক্ষিতে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে প্রকাশিত মন্তব্যগুলো জনগণ কে তথ্য অধিকার আইনটি ব্যবহারে উৎসাহিত করবে, সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা পরিবেশ তৈরি করবে।

National Endowment for Democracy
Supporting freedom around the world

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

Disclaimer

(এই প্রকাশনাটি National Endowment for Democracy (NED)-এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রস্তুত করা হয়েছে। এই প্রকাশনার বিষয়বস্তু যেভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে সেভাবেই এই প্রকাশনায় তুলে ধরা হয়েছে এবং এটি কোনো অবস্থাতেই National Endowment for Democracy (NED) অথবা RIB-এর নিজস্ব মতামতের প্রতিফলন হিসেবে গৃহীত হবে না)।

তথ্য অধিকার আইন, তথ্য সংগ্রহের একটি সহজ মাধ্যম। মনিটরিং এর মাধ্যমে বা সরাসরি তথ্য চেয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যতটা কঠিন, এই আইন ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা ততটাই সহজ।

–(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, ঢাকা)

তথ্য অধিকার আইন নিয়ে যে ব্যাপক প্রচারনার দরকার ছিলো, সেটা করা হয়নি। সুতরাং এই আইন সম্পর্কে জানার জন্য নাগরিক হিসেবে আমাদের যেমন দায়বদ্ধতা আছে, তেমনি আন্তরিকতার দরকার। সকলেই আবেদন করুন, তথ্য নিন, এতে করে আমরা নিজেরা সমৃদ্ধ হব এবং প্রতিষ্ঠান/সরকারের যে অঙ্গসংগঠন গুলো আছে সেগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

–(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, রংপুর)



আমরা কেউ সিস্টেম পরিবর্তনের জন্য তেমন কোন আবেদন করিনা, অধিকাংশই নিজেদের প্রয়োজনে আবেদন করি। আমরা যদি সিস্টেম/নিয়ম পরিবর্তনের জন্য আবেদন করি তাহলে সুফল আসবেই।

(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, রংপুর)

তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য তথ্য অধিকার আইন এর আবেদন প্রক্রিয়া যথেষ্ট জটিল। প্রক্রিয়ায় এতো জটিলতার কারনে আমরা অনেকেই আবেদন করতে উৎসাহ বোধ করিনা।

–(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার,

কোন দেশে রাষ্ট্র যদি উদাসীন হয়, সরকার যদি আমলা নির্ভর হয়ে যায় তখন অব্যবস্থাপনা গুলো জেঁকে বসে এবং সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তথ্য অধিকার আইনটি কার্যকর হচ্ছে কি না, সেটা নিয়ে জনগনের সচেতন হওয়া উচিত। আমার দেশে পুলিশ আছে, বিজিবি আছে, কাঁটাতারের বেড়া আছে, তারপরেও কিভাবে মাদক আমার কাছে গ্রাম পর্যন্ত আসে এই বিষয়গুলো জবাবদিহিতার আওতায় আনা উচিত

–(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, ঢাকা)

এখন তথ্য চাইলে পাওয়া যায় এটা একটা আশার কথা। কিন্তু হতাশার কথা হচ্ছে যে, আমি যার কাছে তথ্য চাই তিনি হয়তো আমার আবেদন ভালো করে দেখেন না, আর দেখলেও তিনি যে তথ্যটা আমাকে প্রদান করেন সেটা কতটুকু আমার কাজে লাগবে বা আমার চাহিদা অনুযায়ী দেয়া হচ্ছে এটা সম্ভবত তার বিবেচনায় থাকে না।

–(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, রাজশাহী)

আবেদন প্রাপ্তির স্বীকারপত্র দেয়ার কথা আইনে বলা থাকলেও কর্মকর্তারা অনেকেই তা প্রদান করেন না। আইন অনুযায়ী যে তথ্য গুলো উনারা প্রদান করেন তার প্রতিটি পাতায় তথ্য প্রদানকারী স্বাক্ষর দিবেন, কিন্তু বাস্তবে অনেক কর্তৃপক্ষই এটা দেন না।

–(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, রাজশাহী)



যেখানে দুর্নীতি বা অনিয়মের প্রবণতা থাকে সেখানে তথ্য দেয়া নেয়া নিয়ে ঝামেলা হয়।

–(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, ময়মনসিংহ)

তথ্য অধিকার আইনের মূল যে চেতনা তা আমরা কতটুকু ধারণ করি বা এটি আমাদের মধ্যে কতটুক এসেছে তা নিয়ে আমি একটু হতাশ। কারন আমি মনে করি তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের কিছু কার্যকলাপের জন্য এই আইনের চেতনা অনেকটা নষ্ট হচ্ছে।

–(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, রাজশাহী)

তথ্য ছাড়া আমরা মত প্রকাশ করতে পারবো না, কেননা যে কোন বিষয়ে মতামত দিতে হলে আমাদের হাতে সঠিক তথ্য থাকতে হবে।

–(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, ঢাকা)

বড় বড় অপশাসনের বিরুদ্ধে, সুশাসনের স্বপক্ষে, জবাব দিহিতার স্বপক্ষে, স্বচ্ছতার স্বপক্ষে এবং গুজব ঠেকাতে সরকারকে সঠিক তথ্যকে উন্মুক্ত করতে হবে।

–(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, ঢাকা)

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রনয়নের ক্ষেত্রে এনজিও গুলোর বিশাল ভূমিকা রয়েছে। এনজিও গুলোর সাথে একটা সুসম্পর্ক নিয়ে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

–(সরকারি কর্মকর্তা, দিনাজপুর)

তথ্য প্রদানের নির্দিষ্ট সময়কে উনারা অবহেলা করেন। ২০ কার্যদিবস/৩০ কার্যদিবস/ ২৪ ঘন্টা এই সময়টাকে তারা মাথায় রাখেন বলে আমার মনে হয়না।

–(এনজিও কর্মী, রাজশাহী)

অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যারা তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, অথচ তাদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে তথ্য প্রকাশ এর পলিসি নেই যা খুবই দুঃখজনক।

–(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, ঢাকা)

তথ্য অধিকার আইনের সবচেয়ে জটিল অংশ হলো ধারা ৭, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা অনেক সময় ধারা ৭ সম্পর্কে সঠিক ভাবে না জেনে এটি ব্যবহার করে আবেদন বাতিল করে দেয়।

–(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, ঢাকা)

কোন ডিপার্টমেন্ট এর কি কাজ এবং কোন তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে এটা নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে একটু খুজে নিতে হবে।

–(সরকারি কর্মকর্তা, দিনাজপুর)

অনেকেই আবেদন করতে ভয় পায়, কারন আবেদন করার পর যদি কোন হুমকি আসে বা কোনো সমস্যায় পড়তে হয়।

–(এনজিও কর্মী, ময়মনসিংহ)

আবেদন যত বেশি হবে কর্মকর্তারাও তত বেশি সোচ্চার হবেন।

–(সরকারি কর্মকর্তা, দিনাজপুর)

জনগণকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন করতে হবে, সে ক্ষেত্রে এনজিও গুলো ব্যপক ভুমিকা পালন করতে পারে।

–(সরকারি কর্মকর্তা, রাজশাহী)



অভিযোগ শুনানীর পর তথ্য কমিশন যে রায় প্রদান করেন পরবর্তীতে সে রায় কার্যকর হলো কিনা তথ্য কমিশনে তার কোন ফলোআপ প্রক্রিয়া আছে কি না তা জনগণ জানে না।

–(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, ঢাকা)

আমাদের সরকার প্রায়ই বলেন গুজব রটাবেন না, গুজব সৃষ্টি হওয়াটা বা গুজব রটানোটা আসলে সঠিক তথ্য না থাকার ফল।

–(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, ঢাকা)



তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে মনে করিয়ে দেয়া হয় যে, অফিসিয়াল রেকর্ড ফাইল গুলো উনাদের গুছিয়ে রাখা উচিত, এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ যে নিজেও দেশের একজন নাগরিক সেটিও মনে করিয়ে দেয়া হয়।

–(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, ময়মনসিংহ)

তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাগণের মধ্যে তথ্য প্রদান সম্পর্কিত দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা তৈরি হচ্ছে। যার কারনে দুর্নীতি দূর হচ্ছে।

–(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর)

তথ্য কমিশনের মধ্যে কাজের উদ্দীপনা থাকতে হবে, থেমে থাকলে হবেনা। যে সকল প্রতিষ্ঠান তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করছে তথ্য কমিশনকে তাদের সাথে আলোচনা করতে হবে, তাহলে কাজগুলো কার্যকরী হবে।

–(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, ঢাকা)

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক সরকারি দপ্তরের গোপনীয়তা রক্ষার প্রবণতা হ্রাস পাবে, যা সাধারণ নাগরিকের জন্য খুব উপকারী।

–(তথ্য অধিকার ডিফেন্ডার, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর)

আগে যখন তথ্য অধিকার আইন ছিলোনা তখন মামলা করার জন্য আমরা বিভিন্ন ভাবে তথ্য সংগ্রহ করতাম। এখন তথ্য অধিকার আইন তৈরি হয়েছে সুতরাং এখন আর সে কষ্ট করতে হয়না।

–(আইনজীবি, ঢাকা)